পাঠ ৭

বিভিন্ন পরিমণ্ডলের ঐশজনগণকে ধর্মশিক্ষাদান

সমাজের রূপান্তরসাধন ও পৃথিবীর রূপ নবীকরণ প্রচেষ্টায় মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বহুবিধ ধর্মীয় পরিস্থিতিতে মঙ্গলসমাচারের বিশ্বজনীন সত্য প্রতিটি স্তরের মানব সমাজের নিকট তুলে ধরে। এই ধর্মশিক্ষায়, মণ্ডলী বিশ্বাসী সমাজের মধ্যে বিভিন্নতাকে মেনে নেয় ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক সমতাকে সমর্থন যোগায়, আর ঐশরাজ্যের সূচনাকল্পে একটি বহুত্ববাদী সমাজে প্রতিটি দলের মধ্যে প্রেম, পারস্পরিক সম্মান ও ন্যায্যতার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নেয়।

শিক্ষাই ছিল যীশুর সেবাকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। পিতা কর্তৃক তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, ঐশরাজ্যের আগমনের কথা ঘোষণা করার এবং পবিত্র ত্রিত্বের জীবনের সঙ্গে মিলন-বন্ধনে মানুষকে নিয়ে আসার জন্য। সর্বত্র গিয়ে সকলকে শিষ্য করার ও শিক্ষা দেওয়ার খ্রীষ্টের আদেশ, মণ্ডলী দুই হাজার বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। মণ্ডলী ধর্মশিক্ষাদানের প্রধান কর্মী এবং ধর্মশিক্ষার প্রধান গ্রহীতা দু-ই।

নিজ বিশ্বাসে বিকশিত হওয়া এবং মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য-সদস্যার বিশ্বাসে অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর এই প্রচেষ্টায়, একটি বোধগম্য উপায়ে সুসমাচারের অর্থ তুলে ধরার লক্ষ্যে, মণ্ডলী অবশ্যই যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সংস্কৃতির মধ্যে খ্রীষ্টভক্তদের বসবাস, সেগুলোর বিস্তারিত হিসেবে নেবে।

১। গ্রহণোপযোগী ও বয়সভিত্তিক ধর্মশিক্ষা

বিশ্বাসে বিকাশ মানব উন্নয়ন ও এর বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বয়স্কদের জন্য ধর্মশিক্ষা এমনি ভিত্তি হতে হবে, যা ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বয়স্ক সব বয়সীদের জন্য ধর্মশিক্ষাকে সুসঙ্গতি দান করবে। বয়স্কদের গঠন, অর্থাৎ মনপরিবর্তন, খ্রীষ্টীয় সমাজে অংশগ্রহণ এবং শিষ্যত্ব, এর লক্ষ্যগুলো অন্যান্য ধরনের ধর্মশিক্ষার জন্য ছাতা হিসেবে কাজ করে। বয়স্কদের জন্য ধর্মশিক্ষার বিষয়বস্তুর লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব, বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান, নৈতিক গঠন, প্রার্থনা, সামাজিক অংশগ্রহণ, আর প্রৈরিতিক চেতনা থেকে গড়ে ওঠা শিষ্যত্ব। বয়স্কদের জন্য ধর্মশিক্ষার শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে হেরফের ঘটলেও, এটা সর্বদা ধর্মবিশ্বাসে এমন এক মৌলিক, আঙ্গিক গঠন, যার মধ্যে অন্তর্গত খ্রীষ্টীয় জীবনযাত্রায় গঠনের সঙ্গে সমন্বিত খ্রীষ্টীয় অবশ্য বিশ্বাস্য ধর্মতত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন।

'বয়স্কদের' জন্য ধর্মশিক্ষা পালকীয় যত্নের একটি সর্বাত্মক কার্যক্রমধর্মী পরিমণ্ডলে সবচেয়ে বেশী কার্যকর। অনেক সময় বয়স্করা নিজেরাই তাদের সমকক্ষদের সর্বাপেক্ষা কার্যকর কাটেখিষ্ট ,আর এই কারণে তাদেরকেও গঠনের সেই একই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার প্রয়োজন রয়েছে, যা সাধারণত সকল কাটেখিষ্টকে

দেওয়া হয়।

'যুবসমাজ'ও বিশেষ বিবেচনা লাভের যোগ্য যখন তারা তাদের জীবনে অর্থের খোঁজ করে, যে জীবন হচ্ছে, এমনই এক সময়কাল যখন তারা অনে সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ জীবন-সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তারা সমাজের অনেক নেতিবাচক প্রভাবের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনীহা, হতাশা ও উদাসীনতা বোধ করার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। যুবসমাজের জন্য ধর্মশিক্ষা সর্বাত্মক পালকীয় যত্নের পরিস্থিতির মধ্যে হতে হবে, যা, যে প্রশ্ন তারা জিজ্ঞেস করে, তার উত্তর দেয় আর যে সমস্যার তারা মুখোমুখি হয়, তা স্বীকার করে নেয়।

গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ও আবেগিক নানা পরিবর্তন 'যৌবনপূর্ব ও যৌবন'কালকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। যুবসমাজের ধর্মশিক্ষার মতই, সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ধর্মশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমগুলো ধর্মশিক্ষা, সামাজিক জীবন, প্রচারকার্য, ন্যায্যতা ও সেবা, নেতৃত্বের উন্নয়ন, পালকীয় সেবাকাজ, প্রার্থনা ও উপাসনাকে যুক্ত করে। বিশেষ মনোযোগ বা ভাবনার দু'টি ক্ষেত্র হচ্ছে, দৃঢ়ীকরণ সংস্কার বিষয়ক ধর্মশিক্ষা এবং জীবনে খ্রীষ্টীয় আহ্বান বিষয়ক ধর্মশিক্ষা।

"শিশু ও ছেলেমেয়েদের" গঠন কার্যক্রম শুরু হয় বাড়িতেই। এ গঠনক্রম অনিয়মিত, অকাঠামোগত আর মর্জিমাফিক হলেও, শিশুর ধর্মবিশ্বাসে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ প্রাথমিক গঠন গুরুত্বপূর্ণ। কাঠামোগত ধর্মশিক্ষা শুরু হয় ধর্মশিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম দিয়ে, যেগুলো বয়স, পরিস্থিতি আর ছেলেমেয়েদের শিখন ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই। আর এ ধর্মশিক্ষা পরিবারে লক্ষ্যণীয় খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধগুলোকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত। বয়স্কদের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে, স্কুল ও ধর্মপল্লী একটি পরিবেশ রচনা করে, যার মধ্যে তরুণ-তরুণীরা বিশ্বাসে বৃদ্ধি পায়। এই বয়সকালে, ধর্মশিক্ষার অর্থ ধর্মবিশ্বাস, উপাসনিক জীবন, নৈতিক গঠন, প্রার্থনা, সমাজবদ্ধ জীবন এবং একটি প্রৈরিতিক মনোভাবে ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত, সমন্বিত জ্ঞান।

২। প্রতিবন্ধীদের জন্য ধর্মশিক্ষা

প্রতিবন্ধীরাও খ্রীষ্টীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আর তাই সাধারণ ধর্মশিক্ষামূলক কার্যক্রমে তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার চেষ্টা সাধ্যমত করতে হবে। তবে কিছু কিছু প্রতিবন্ধী তাদের বিশেষ বিশেষ চাহিদা পূরণে ব্যক্তিগত মনোযোগ বা বিশেষ সহজপ্রাপ্য সেবাসমূহ (যেমন প্রতীকী ভাষার ব্যাখ্যা) দাবি করতে পারে। সমস্যা উন্নতির দিকে রয়েছে–এমন প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিবার বা অন্যান্য সেবাকারীর সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা হচ্ছে, ব্যক্তির চাহিদা বুঝবার ক্ষেত্রে সম্পদ বা উৎসস্বরূপ।

৩। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ধর্মশিক্ষা

দীক্ষাস্নাতদের সমাজ বিশ্বাসীদের অনেক ভিন্ন ভিন্ন দল নিয়ে গঠিত যেগুলোর প্রত্যেকটিরই রয়েছে সঠিক ধর্মশিক্ষা পাওয়ার অধিকার। বিশেষ বিশেষ দল বলতে বুঝায় পেশাদার ব্যক্তি, প্রান্তিক অবস্থার জনগণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাবঞ্চিত বা বিধবা এবং পুরুষ বা নারী। যতটা পারা যায়, যাদের জন্য ধর্মশিক্ষা

তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ধর্মশিক্ষার বিষয়বস্তু প্রণয়ন করা দরকার, যেন এটা তাদের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের মধ্যে, তাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের অনন্য একান্ত ভালবাসার প্রতি অধিকতর ভালভাবে সাড়া দিতে, তাদের সাহায্য করতে পারে।

৪। আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রেক্ষিতে ধর্মশিক্ষা

যাদেরকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে একটি খাঁটি আন্তঃমাণ্ডলিক মনোভাব গঠনে ধর্মশিক্ষা অবদান রাখে। খাঁটি আন্তঃমাণ্ডলিক কাজে ব্রতী হওয়ার লক্ষ্যে, কাথলিকগণকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ভালমত জানতে হবে, যেন তারা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মণ্ডলীর অবশ্য বিশ্বাস্য ধর্মতত্ত্ব এমন সুবিবেচক উপায়ে তুলে ধরতে পারে, যা আন্তরিকতার সাথে পার্থক্যগুলো তুলে ধরে কিন্তু সংলাপে বাধা সৃষ্টিকে এড়িয়েও চলে। কাথলিকগণ একইভাবে অন্যান্য মণ্ডলী ও ধর্মের শিক্ষা সঠিকভাবে ও আন্তরিকতার সাথে তুলে ধরবেন, এ সকল শিক্ষা ভুলভাবে উপস্থাপন না করার ব্যাপারে তারা সাবধান থাকবেন।

যখন আন্তঃমাণ্ডলিক শিক্ষা সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জন্য একান্ত আবশ্যক, তখন বিশেষ করে কাটেখিষ্টগণকে খ্রীষ্টীয় ঐক্যের মৌলিক কাথলিক নীতিমালা সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান বা উপলব্ধির অধিকারী হতে হবে। 'খ্রীষ্টীয় ঐক্য প্রচেষ্ট বিষয়ক নীতিমালা ও নিয়মাবলীর প্রয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশিকা' কাটেখিষ্টগণের আন্তঃমাণ্ডলিক শিক্ষা বা গঠনের ক্ষেত্রে একটি সম্পদ।

ইহুদী ধর্মের বিষয়ে ধর্মশিক্ষার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। চেষ্টা করতে হবে, এ ধর্মের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক ও মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর। কাটেখিষ্টগণ অবশ্যই সমগ্র বাইবেলের মূল্যবোধ প্রকাশ করার এবং ইহুদী জাতির বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিশেষ অর্থের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে মনোযোগী হবেন। ধর্মশিক্ষা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের স্বাধীনতা ও আন্ত:সংযুক্ততা দু-ই সম্পর্কে শিক্ষা দেবে, জোর দেবে যীশুর ইহুদীত্ব ও তাঁর শিক্ষার উপর, আর দেখাবে যে, খ্রীষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায় ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাকে নৈতিকতার ভিত্তি জ্ঞান করে।

অন্যান্য অ-খ্রীষ্টান ধর্মের বিষয়ের ধর্মশিক্ষার রয়েছে নিজস্ব নানা বৈশিষ্ট্য। কাথলিকদের প্রয়োজন, পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য কাজ করার লক্ষ্যে, মুসলিম ইতিহাস ও এর বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার।

কাটেখিষ্টগণ সকল মানুষের সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার বাসনায় শুধুমাত্র ইসলাম সম্পর্কেই নয় কিন্তু অন্যান্য অ-খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কেও অবশ্যই সুশিক্ষিত হবেন। কেননা অনেক নতুন নতুন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন, ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়।

নবযুগ আন্দোলনসমূহ বিষয়ক ধর্মশিক্ষা এ সকল আন্দোলনের মতবাদ নির্ভুলভাবে বর্ণনা করবে এবং কাথলিক বিশ্বাস ও পালনের সঙ্গে এগুলো সাবধানে তুলনা করবে। এ সকল নতুন আন্দোলনের দ্রুত বিস্তারলাভের ঘটনা, অনেকের মধ্যে জ্ঞানাতীত অর্থকে তাদের জীবন মাঝে খুঁজে পাওয়ার ক্ষুধার কথাই প্রকাশ করে। খ্রীষ্টানদের প্রয়োজন রয়েছে অন্যদের নিকট যাওয়ার, আর সুসমাচার ও মানব হৃদয়ের গভীরতম বাসনার প্রতি সাড়াদানকৃত আমাদের খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সম্পদ প্রদান করার।

পাঠ ৮

ধর্মশিক্ষাদান কাজে যারা নিয়োজিত

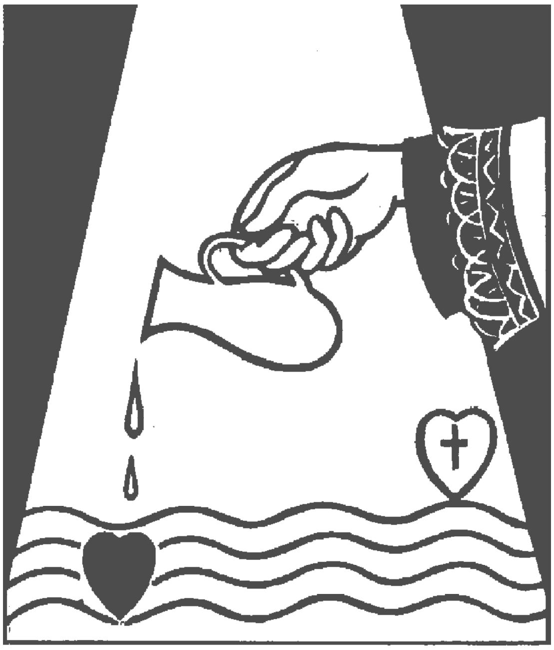

ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম মণ্ডলীকে গঠনকারী অনেক পরিমণ্ডল ও স্তরে সম্পাদিত হয় : পরিবার, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ ও দেশ। কাটেখিষ্টগণ বহুবিধ পটভূমি ও মেধার মধ্য থেকে আহূত হন। এ সকল কাটেখিষ্ট এবং এ সকল পরিমণ্ডল পবিত্র আত্মার জীবনকেই প্রতিফলিত করে। প্রার্থনা, খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠান ও খ্রীষ্টীয় সমাজের গঠন দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে কাটেখিষ্টগণ, যাদের উদ্দেশে তারা প্রেরিত হয়েছেন, তাদের হৃদয় ও মনে ধর্মশিক্ষাকে ধ্বনিত করেন।

খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসীগণের সমাজের সদস্য-সদস্যাগণের মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বে অংশগ্রহণ ঘটলেও, এই পাঠে যারা আরও সুস্পষ্ট ধর্মশিক্ষাগত ভূমিকার প্রতি আহূত, তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এটা কাটেখিষ্ট হিসেবে তাদের গঠনের জন্য নীতিমালা, নির্দেশাবলী ও মানদণ্ডের প্রস্তাব করে।

১। ধর্মশিক্ষাদান কাজে নিয়োজিতদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা

মঙ্গলসমাচার ঘোষণা ও হস্তান্তর যেহেতু ধর্মাধ্যক্ষীয় সেবাকাজের কেন্দ্রিয় দিক, তাই ধর্মপ্রদেশে ধর্মশিক্ষার জন্য 'বিশপ' প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তিনি খেয়াল রাখবেন যেন তার ধর্মপ্রদেশ জুড়ে সেবাকাজ দক্ষকর্মী, কার্যকর নানা মাধ্যম, আর পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হয়। তিনি আরও নিশ্চিত করবেন যে, ধর্মপ্রদেশে ব্যবহৃত ধর্মশিক্ষা বিষয়ক উপকরণগুলো ধর্মবিশ্বাস শতভাগ ও নির্ভুলভাবে সঞ্চালন করছে। এই কাজে তাকে সহায়তা করার জন্য তিনি একজন ধর্মপ্রদেশীয় পরিচালক ও সহকর্মী নিয়োগের কথা ভাবতে পারেন।

ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষামূলক প্রেরণদায়িত্বের লক্ষ্যসমূহের অর্জন নিশ্চিতকরণে 'পালকগণ' যেহেতু হচ্ছেন বিশপগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তাই তারাও একটি বিশেষ দায়িত্বের অধিকারী। তারা নিশ্চিত করবেন যে, সংস্কারসমূহের ধর্মপল্লীয় অনুষ্ঠানের জন্য ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে; নিশ্চিত করবেন যে, ধর্মপল্লী চলমান, বয়সোপযোগী ধর্মীয় গঠন প্রদান করছে।

পালকের সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতায়, 'পুরোহিত, ধর্মপল্লী প্রতিনিধি, পরিসেবক ও যাজক-প্রার্থীদের' দায়িত্ব হল, খ্রীষ্টীয় সমাজকে গঠনদান করা এবং কাটেখিষ্টদের প্রশিক্ষণ দান ও সমর্থন যোগানোর মাধ্যমে ধর্মশিক্ষাদানের সেবাকাজকে এগিয়ে নেওয়া। পাল-পুরোহিত ধর্মশিক্ষামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন, বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের সঙ্গে সংস্কারসমূহ উদ্‌যাপনে সাড়া দান করবেন আর কাটেখিষ্টগণকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করবেন। কাটেখিষ্ট হিসেবে নিজেদের সেবাকাজকে সমৃদ্ধময় করে তোলার লক্ষ্যে, তাদের নিজেদের ধর্মীয় গঠনের প্রতি সযত্ন মনোযোগদান পুরোহিত ও পরিসেবকগণের জন্য একান্ত আবশ্যক। যাজক-প্রার্থীগণের থাকবে ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষা বিষয়ক

নেতা হিসেবে তাদের ভবিষ্যত সেবাকাজের জন্য প্রস্তুতির লক্ষ্যে ধর্মশিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে এবং মানব বিকাশ, উন্নয়ন ও বিশ্বাসে গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান।

নিজেদের আহ্বানের সুবাদে উৎসর্গীকৃত জীবনের অধিকারীগণ তাদের আহ্বান ও তাদের প্রৈরিতিক কাজের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন। মণ্ডলীর সমগ্র ইতিহাস জুড়ে, ধর্মব্রতীগণ ধর্মশিক্ষামূলক সেবাকাজে যেমন নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তেমনি তারা ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষা বিষয়ক নেতা হিসেবে সেবা করে যাওয়ার জন্যও বিশেষভাবে উপযুক্ত।

একটি ফলপ্রসূ ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক কার্যক্রমে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, পালকের নির্দেশনাধীনে কর্মরত একজন 'ধর্মশিক্ষাদান কাজে দক্ষ' পরিচালক। একজন দক্ষ ও যোগ্য ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষা বিষয়ক পরিচালকের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে, ধর্মপল্লীগুলো অবশ্যই অত্যাবশ্যকীয় সম্পদের বরাদ্দ ব্যবস্থা করবে। যুব সেবাকাজ বিষয়ক কো-অর্ডিনেটরগণের প্রয়োজন, ঐশতাত্ত্বিক গঠন এবং ধর্মশিক্ষাদান কাজে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। ধর্মপ্রদেশগুলো যুব সেবাকর্মীদের জন্য, সাধারণভাবে কাটেখিষ্টগণের জন্য প্রশিক্ষণ এবং যখন সম্ভব প্রশংসাপত্র প্রদান কার্যক্রমের ব্যবস্থা করবে।

যখন শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সকল সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে মণ্ডলী গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে, তখন 'ক্যাম্পাস সেবাকর্মীর' রয়েছে পালনের জন্য একটি অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ক্যাম্পাস সেবাকাজ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিচালকদের জন্য ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করে।

কাথলিক স্কুল শুধুমাত্র উচ্চমানের শিক্ষাই প্রদান করে না, পাশাপাশি এটা নিজেও হচ্ছে, খ্রীষ্টীয় গঠনের কার্যকর মাধ্যম। পালক বা স্কুলবোর্ডের নির্দেশনাধীনে 'অধ্যক্ষ' ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক লক্ষ্যসমূহ পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খ্রীষ্টাদর্শ প্রচারের একটি কেন্দ্র হিসেবে কাথলিক স্কুল যেন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাথলিক পরিচয় ও চিহ্ন বহন করে, সে লক্ষ্যে ধর্মশিক্ষামূলক কার্যক্রমকে অবশ্যই স্কুলের একটি পরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠতে হবে। 'ধর্মীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে' খ্রীষ্টীয় বার্তা সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান এবং এ বার্তা ঘোষণায় সামর্থের অধিকারী হতে হবে। তাদের আরও প্রয়োজন, যে সত্য সম্পর্কে তারা শিক্ষা দেন, তার পক্ষে ব্যক্তিগত সাক্ষ্য প্রদান করা। কাথলিক স্কুল ধর্মশিক্ষার জন্য একটি বিশেষ অনুকূল পরিমণ্ডল, কেননা এটা সসুমাচারের বার্তা ঘোষণা করার এবং এ অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য প্রাত্যহিক নানা সুযোগ প্রদান করে।

'পিতামাতা ও অভিভাবকগণ' এবং সেই সাথে 'পরিবারগুলোও' তাদের সন্তানদের ধর্মশিক্ষাদানের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শক্তি। তারা প্রধানত তাদের খ্রীষ্টীয় জীবনের পক্ষে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে এবং ধর্মবিশ্বাসের জন্য তাদের ভালবাসার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন। পিতামাতা বা অভিভাবকগণও তাদের ছেলেমেয়েদের কাটেখিষ্ট এই সুবাদে যে, তারা হচ্ছেন, পিতামাতা বা অভিভাবক, তারা বিশেষ বিশেষ দক্ষতা গড়ে তুলেছেন বলে নয়। সন্তানদের দীক্ষাস্নানের সময়, পিতামাতাগণ ধর্মবিশ্বাসের চর্চায়, তাদের সন্তানদের গড়ে তোলার দায়িত্বকে স্বীকার করে নেন। একই সময়ে মণ্ডলী তাদের সন্তানদের ধর্মবিশ্বাসে লালন-পালনে পিতামাতাকে সাহায্য করারও অঙ্গীকার করে। ধর্মপল্লীর উপাসনা-অনুষ্ঠান, খ্রীষ্টীয় সমাজের উৎসাহ-উদ্দীপনা, বয়স্কদের ধর্মশিক্ষা, ধর্মপল্লী স্কুল এবং ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষামূলক

কার্যক্রম ও সংস্কারসমূহের জন্য প্রস্তুতি, এগুলি নিয়ে ধর্মপল্লী জীবন পিতামাতা ও অভিভাবকগণের নিকট একটি সাহায্যস্বরূপ।

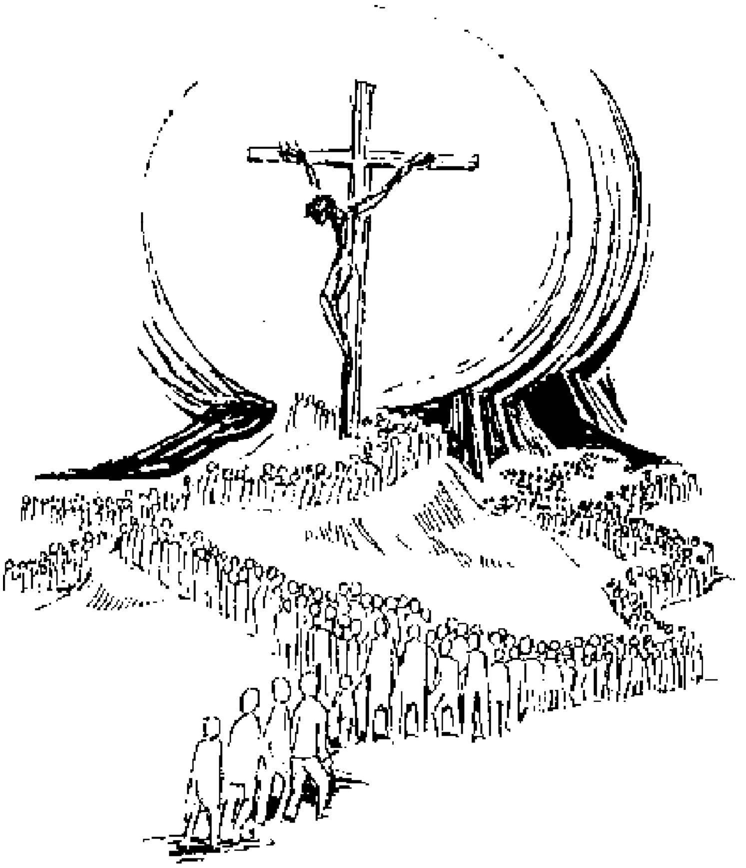

২। কাটেখিস্টগণের প্রস্তুতি ও চলমান গঠন কার্যক্রম

মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষামূলক সেবাকাজে এমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী কাটেখিষ্ট রয়েছেন, যারা কাটেখিষ্টের আহ্বানে বহুবিধ মেধা ও প্রতিভা দিয়ে অবদান রাখছেন। কাটেখিষ্ট হওয়ার আহ্বান স্বেচ্ছাচারী বিষয় নয়, কিন্তু একটি অবধারণ প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে কাটেখিষ্ট, পালক এবং ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষা বিষয়ক পরিচালকবৃন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন পাল-পুরোহিত কাটেখিষ্ট হওয়ার জন্য কাউকে আহ্বান জানান, তখন উচিত মণ্ডলীর আহ্বান ও কাটেখিষ্টের উদার সাড়াদান প্রকাশের ও কর্মভার অর্পণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার (ভাল হয় যদি দিনটি ধর্মশিক্ষা-রবিবার হয়)। যাদের উপর ধর্মশিক্ষাদানের বিশেষ সেবাকাজ অর্পিত, তাদের সমীচীন তাদের মানবীয় ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং তাদের ধর্মশিক্ষাগত দক্ষতা বাড়িয়ে তোলার নিরন্তর চেষ্টা করে যাওয়া (দিকনির্দেশাবলী GDC)।

ধর্মপল্লীর জন্য কাটেখিষ্টদের (শিক্ষক-শিক্ষিকাদের) গঠন অত্যন্ত কার্যকরভাবে স্থানীয় পর্যায়ের ধর্মপল্লীর মধ্যেই ঘটে। ধর্মপল্লীভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম কাটেখিষ্টদের এ কথাই স্মরণ করায় যে, তাদের আহ্বান মণ্ডলীর মধ্য থেকেই আসে, তারা মণ্ডলী কর্তৃক প্রেরিত, তারা খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস হস্তান্তর করেন। ধর্মপল্লীভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম একটি স্থানীয় পর্যায়ের প্রার্থনা, পারস্পরিক সমর্থন ও শিক্ষা গ্রহণকারী সমাজের গঠনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

ধর্মপ্রদেশও কাটেখিষ্টদের গঠনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। পূর্ণাঙ্গ কাটেখিষ্ট প্রশংসাপত্র প্রদানমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠান, কর্মশালা ও সেমিনার এগুলো সবই ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত। প্রশিক্ষণ ও প্রশংসাপত্র প্রদানমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনার লক্ষ্যে কিছু কিছু ধর্মপ্রদেশ যশোরে অবস্থিত জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠ ৯

ধর্মশিক্ষামূলক সেবাকাজের সংগঠিতকরণ

সুসমাচারের উপস্থাপনা প্রতিটি স্তরে মণ্ডলীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং সমগ্র বিশ্বাসী সমাজের নিরন্তর আত্মনিবেদন দাবি করে। জাতীয়, আঞ্চলিক, ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে ধর্মশিক্ষামূলক কাঠামোগুলো বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদ্ধতি, কার্যক্রম, সংগঠন, নীতিমালা এবং কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে খ্রীষ্টের এ প্রৈরিতিক আদেশকে বরণ করে নেয় – সর্বত্র যাও ও শিষ্য কর, দীক্ষাস্নাত কর এবং শিক্ষা দাও। মণ্ডলী যদি জগতে তার প্রেরণদায়িত্বে বিশ্বস্ত থাকতে চায়, তাহলে এগুলো অপরিহার্য।

ধর্মশিক্ষামূলক সেবাকাজের মধ্যে অন্তর্গত একটি বহুমুখী ও পরিপূরক দায়িত্ব, আরও রয়েছে যারা ধর্মশিক্ষাদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা। এই পাঠে ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশীয় ও জাতীয় পর্যায়ে একটি সার্বিক পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে নীতিমালা ও দিকনির্দেশাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১। সাধারণ নীতিমালা এবং পরিচালনা

১.১) ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন মণ্ডলীর সামগ্রিক প্রেরণদায়িত্ব থেকে উদ্ভুত সার্বিক পালকীয় পরিকল্পনার অংশ হবে।

১.২) ধর্মশিক্ষার সংগঠন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এটা মৌলিক সমাজ হিসেবে পরিবারকে বিশেষ সমর্থন যোগায়, আর সাংগঠনিক কাঠামোসমূহের স্থিরীকরণে ধর্মশিক্ষাপ্রাপ্ত সকলের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

১.৩) ধর্মশিক্ষার লক্ষ্যসমূহ, জবাবদিহিতা এবং যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

১.৪) সংগঠনগুলো সেবাকাজ, সহায়ক উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করবে। যে সকল ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধতা আছে, সেগুলোর মতই দরিদ্র ধর্মপল্লীগুলোর সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

১.৫) ধর্মশিক্ষামূলক সাংগঠনিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর অন্তর্গত ধর্মপ্রদেশীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, চাহিদা ও সম্পদের মূল্যায়ন, লক্ষ্য ও কৌশলের চিহ্নিত ও গুরুত্বভেদে শ্রেণীবিন্যস্তকরণ, একটি বাস্তবমুখী বাজেট ও ধর্মশিক্ষামূলক প্রেরণদায়িত্বের জন্য সার্বিক কর্ম পরিকল্পনার প্রণয়ন, আর নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।

২। ধর্মপ্রদেশীয় কাঠামোসমূহ

ধর্মপ্রদেশে ধর্মশিক্ষামূলক পালকীয় তত্ত্বাবধান বিষয়ক সংগঠনের জন্য সহায়ক নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন বিশপ আর ধর্মপ্রদেশের খ্রীষ্টীয় সমাজ। **বিশপ ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনা ও এর সফলতার চূড়ান্ত দায়িত্বের অধিকারী।** ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি প্রয়োজনে বিভিন্ন দলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন, যেমন বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশীয় পরিষদ। তিনি নির্ভর করতে পারেন একজন ধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা বিষয়ক পরিচালকের উপর, যার মাধ্যমে তিনি ধর্মপ্রদেশের সমগ্র ধর্মশিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। ধর্মশিক্ষা অন্যান্য ধর্মপ্রদেশীয় দপ্তরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

৩। ধর্মপল্লী সমাজ

ধর্মপল্লী হচ্ছে বয়স্ক, যুব ও ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষার সর্বোত্তম ক্ষেত্র। ধর্মপ্রদেশের মতই, প্রতিটি ধর্মপল্লীর একটি সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। কখনো কখনো এ কাজটি একটি ধর্মশিক্ষামূলক কমিটি বা কমিশনের মাধ্যমে সম্পাদিত

হয়। এ কমিটি বা কমিশন ধর্মপল্লীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিকল্পনায়, সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সাহায্য করে। এর সদস্য-সদস্যাগণ ধর্মপল্লীতে বিদ্যমান বিভিন্ন বয়স, জাতিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির প্রতিনিধিত্ব ঘটাবেন।

৪। কিছু পালকীয় উদ্যোগ

ব্যাপক ধর্মপল্লীভিত্তিক ধর্মশিক্ষা ধর্মপল্লীর সকল খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, যেন কাথলিক বিশ্বাসের জ্ঞানে ও পালনে বেড়ে ওঠার বাস্তবমুখী সুযোগ করে তোলা যায়। 'বহিঃধর্মপল্লী' বা 'আন্তঃধর্মপল্লী' ভিত্তিক নানা প্রচেষ্টায় সহযোগিতার সম্ভাবনার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। ছোট ছোট প্রতিবেশী ধর্মপল্লীগুলো ধর্মশিক্ষাদানমূলক কার্যক্রম ও কর্মীর সমন্বয় ব্যবস্থার কথা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, বিশেষ করে যখন দু'টি ধর্মপল্লীর জন্য একজন মাত্র পালক।

ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনার মধ্যে 'বয়স্ক ধর্মশিক্ষা'কে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে । কার্যক্রমের জন্য এবং বয়স্কদের বিশ্বাস গঠন কার্যক্রমের জন্য আবশ্যক কর্মী, কাল ও স্থানের জন্য তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। ধর্মপল্লীতে অন্যান্য পালকীয় উদ্যোগ আলোকপাত করবে 'পরিবার-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের' উপর, যা পরিবারের, বিশেষ করে আন্তঃ মাণ্ডলিক পরিবারগুলোর মধ্যকার বন্ধন শক্তিশালী করে। যে সকল পিতামাতার পছন্দ বাড়ীতে তাদের সন্তানদের ধর্মশিক্ষাদান, তারা হচ্ছেন মণ্ডলীর সার্বিক ধর্ম-শিক্ষামূলক প্রচেষ্টারই অংশ।

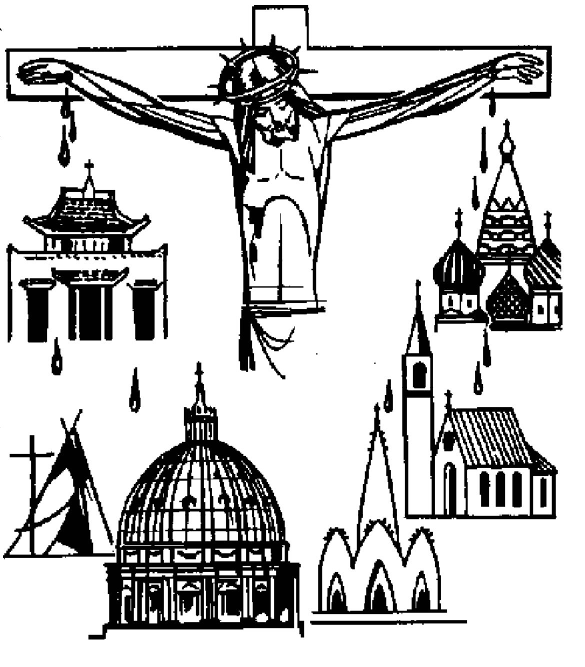

তাদের প্রয়োজন রয়েছে, ধর্মপ্রদেশের বিশপের অনুমোদনক্রমে একটি পাঠক্রমের মাধ্যমে সমর্থিত ও পরিচালিত হওয়ার, প্রয়োজন রয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ের ধর্মপল্লীর জীবনে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হওয়ার, প্রয়োজন রয়েছে ,ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক আয়োজিত যথাযথ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার।

সকল ধর্মপল্লী 'সব বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষার' আয়োজন করে, তা এ সকল ছেলেমেয়ে যেখানেই শিক্ষা পাক, কাথলিক বা সরকারি স্কুলে অথবা বাড়ীতে। ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের কার্যকর সংগঠন নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে–যে সকল পরিবারের ছেলেমেয়েরা ধর্মপল্লীর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না, সে সকল পরিবারের নিকট উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে–প্রবল আগ্রহপূর্ণ মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য এবং নতুন নতুন উদ্যোগ।

মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য এবং ধর্মশিক্ষাদানের মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণস্বরূপ 'কাথলিক স্কুলগুলো' সমগ্র ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাথলিক স্কুলগুলো কাথলিক বিশ্বাসকে এর জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য সংগ্রাম করবে, সুসমাচারের সঙ্গে সকল মানব সংস্কৃতিকে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করবে, যেন বিশ্বাসপূর্ণ জীবন স্কুল পাঠক্রমের অন্তর্গত সকল জ্ঞানকে আলোকিত করে।

মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা-মূলক প্রেরণ-দায়িত্বের আরও একটি দিক হচ্ছে 'যুব ধর্মশিক্ষা'। এ ধর্মশিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর যখন যুব সেবাকাজের একটি সার্বিক কার্যক্রমের মধ্যে এটা পরিচালিত হয়, যার মধ্যে সেবার জন্য সামাজিক, উপাসনিক এবং ধর্মশিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয় ও সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত।

'দীক্ষাকালীন ধর্মশিক্ষাদান কার্যক্রম' ধর্মপল্লীতে ধর্মশিক্ষার সংগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং একে

হয়ে উঠতে হবে, ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর। ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনা নিজের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত করে নেবে, পূর্ণ মিলনের লক্ষ্যে যে সকল প্রার্থী ইতোমধ্যে দীক্ষাস্নাত হয়েছে, তাদের জন্য একটি খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশের কার্যক্রম। এই কার্যক্রম অবশ্যই প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং খ্রীষ্টীয় সাধনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

অনেক ধর্মপল্লীতে লক্ষণীয় 'ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজ'

হচ্ছে, খ্রীষ্টীয় গুণাবলী ও মানব মূল্যবোধ বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এগুলো বিশ্বাসীগণকে অনেক নিবিড় সমাজবদ্ধ জীবন সম্পর্কে ধারণা যোগায়। যেহেতু ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজগুলো বয়স্কদের ধর্মবিশ্বাসে গঠনের একটি স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের ব্যবস্থা করে, তাই এ সকল সমাজে প্রদত্ত ধর্মশিক্ষাকে অবশ্যই ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনার অন্যান্য দিকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

ধর্মপল্লী যখন ধর্মশিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে, তখন 'অন্যান্য কাঠামোসমূহ একটি মাত্র ধর্মপল্লীর সীমার বাইরে'। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু কাথলিক স্কুল হচ্ছে, আঞ্চলিক বা প্রাইভেট স্কুল যেগুলো শুধুমাত্র একটি ধর্মপল্লীর সঙ্গে সংযুক্ত নয়। আরও উদাহরণ হল, প্রতিবন্ধীদের জন্য ধর্মশিক্ষামূলক কার্যক্রম, ডে-কেয়ার (দিবাকালীন তত্ত্বাবধান) এবং স্কুল শেষে কার্যক্রম, রোগমুক্তির পর ক্রমশ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকারী ও নার্সিক হোম বা কেন্দ্র, শারীরিক, মানসিক অথবা আবেগিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসিক সুবিধাদি এবং ধর্মপল্লীর বাইরে তবে মণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ –এগুলোর সবগুলোর থাকবে একটি ধর্মশিক্ষামূলক দিক।

৫। আঞ্চলিক ও জাতীয় সংঘ-সমিতিসমূহ

বিশ্বাসীগণের গঠনের সঙ্গে অনেক পেশাদার দল, আন্দোলন, সংঘ-সমিতি জড়িত, যেগুলো ধর্মীয় অনুরাগ ও প্রৈরিতিক সেবাকাজের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে আর প্রৈরিতিক সেবাকাজের মধ্যে সব সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে ধর্মশিক্ষাদান কার্যক্রম। ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ ও স্থানীয় পর্যায়ের পালকগণের সঙ্গে সহযোগিতায় ও যোগাযোগের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠানকে ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষামূলক পরিকল্পনার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। ধর্মপ্রদেশগুলোকেও স্বচ্ছল জাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংঘ-সমিতি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ও সহায়ক উপকরণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহার ঘটাতে হবে।